টেকনাফে যুবলীগ নেতা হত্যার ২ আসামি ‘বন্দুকযুদ্ধে’ নিহত

কক্সবাজারের টেকনাফে পুলিশের সঙ্গে ‘বন্দুকযুদ্ধে’ দু’জন রোহিঙ্গা নিহত হয়েছেন। পুলিশের দাবি, দুজনই চিহ্নিত সন্ত্রাসী। তারা দুজনই যুবলীগ নেতা ওমর ফারুক হত্যা মামলার আসামি।

নিহত ব্যক্তিরা হলেন, টেকনাফের জাদিমুরা শরণার্থীশিবিরের মোহাম্মদ শাহ ও একই শিবিরের মো. শুক্কুর। তারা মিয়ানমার থেকে পালিয়ে এসে এখানে আশ্রয় নিয়েছিলেন।

শুক্রবার গভীর রাতে উপজেলার হোয়াইক্যং জাদিমুরা রোহিঙ্গা শিবিরে পাহাড়ি সংলগ্ন এলাকায় এই ঘটনা ঘটে। এ সময় পুলিশের তিন সদস্য আহত হয়েছেন। এর আগের দিন বৃহস্পতিবার মিয়ানমার থেকে ইয়াবার চালান আনার সময় বিজিবির সঙ্গে বন্দুকযুদ্ধে দুই রোহিঙ্গা নিহত হয়েছিল।

টেকনাফ মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) প্রদীপ কুমার দাস বলেন, টেকনাফের জাদিমুরা রোহিঙ্গা শিবিরে পাহাড়ের ধারে যুবলীগ নেতা ওমর ফারুক হত্যা মামলার আসামিরা অবস্থান নেওয়ার খবর পেয়ে পুলিশের একটি দল সেখানে অভিযান পরিচালনা করেন। এ সময় পুলিশের উপস্থিতি টের পেয়ে সন্ত্রাসীরা তাদের লক্ষ্য করে গুলি চালায়। আত্মরক্ষার্থে পুলিশও পাল্টা গুলি চালায়। পরে সন্ত্রাসীরা পিছু হটলে সেখান থেকে ওই দুই রোহিঙ্গাকে গুলিবিদ্ধ উদ্ধার করে হাসপাতালে আনা হলে জরুরি বিভাগের চিকিৎসক উন্নত চিকিৎসার জন্য কক্সবাজার সদর হাসপাতালে পাঠান। সেখানে তাদের মৃত ঘোষণা করেন চিকিৎসক।

টেকনাফ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের জরুরি বিভাগের চিকিৎসক শোভন দাস বলেন, রাতে পুলিশ হাসপাতালে গুলিবিদ্ধ দুই রোহিঙ্গাকে নিয়ে আসে। দু’জনের শরীরে গুলির চিহ্ন রয়েছে। আহত পুলিশ সদস্যকে চিকিৎসা দিয়ে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে।

ওসি বলেন, ঘটনাস্থল থেকে দুটি দেশিয় অস্ত্র উদ্ধার করা হয়েছে। নিহত দুই রোহিঙ্গার লাশ ময়নাতদন্তের জন্য কক্সবাজার সদর হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে। এ ঘটনায় মামলার প্রক্রিয়া চলছে।